OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 707 - 713
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঔপনিবেশিক বাংলায় তফসিলি জাতির রাজনীতির পরিণতি : যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকার সমাজতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি

বিশ্বজিৎ পাল
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: biswajit-paul@skbu.ac.in
0009-0003-6327-2740

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Caste, Identity, Politics, Bhadralok, Political Empowerment.

Abstract

In colonial Bengal, from 1936 to 1946, we witnessed the emergence of lower-caste political force as a pressure group, i.e., the emergence of Scheduled Caste political force within the provincial political structure under the leadership of Jogendranath Mandal. Although the Scheduled Castes of colonial Bengal were not homogeneous, their community was divided into different political associations but they still managed to challenge the Bhadrolok's hegemony, mainly in political space of colonial Bengal. In colonial Bengal, lower-caste political activism was so strong that Dr B. R. Ambedkar needed Jogendranath Mandal's help to enter the Constituent Assembly. At the time of the 1946 provincial election in colonial Bengal, the Scheduled Caste politics under the leadership of Jogendranath Mandal had faced natural challenges from Bhadraloks. Jogendranath Mandal tried to tackle those challenges, but ultimately he was not successful. As a consequence of that, lower caste political activism and their opportunities to achieve socio-political empowerment were ruptured in colonial Bengal, and in continuation of this, in contemporary Bengal, we still do not find any definite political force based on lower caste support.

In response to the above context, by analysing the role of Jogendranath Mandal in lower caste politics, the researcher mainly wants to show how a Scheduled Caste political force emerged in colonial Bengal. What kind of threats were posed towards Scheduled Caste politics? Finally, through this article, the researcher wants to show how lower caste political leaders reacted in that situation and how they shaped the ultimate fate of Scheduled Caste politics. With these questions, the researcher wants to understand how caste identity was transformed in late colonial Bengal and how caste identity became obscure in the social discourse of colonial Bengal, which left a greater impact on the politics of post-colonial Bengal.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশভাগ রক্তসিক্ত, বেদনাদায়ক, ও বহু-প্রভাবযুক্ত (multi-impactful) একটি ঘটনা হিসাবে বহুল প্রচলিত, কিন্তু আমার কাছে দেশভাগ হল একটি ক্রিয়া (Action) যেটি বাস্তবায়িত হয়েছিল বেশ কিছু প্রক্রিয়ার (Process) মাধ্যমে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা ও সংখ্যাগুরু পরিচিতির ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র গঠন করা। এই প্রক্রিয়া গুলির মধ্যে একটি ছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজন, যার ফলস্বরূপ আমাদের অতীত রক্তসিক্ত। এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল নিয়ে গুনী সমাজ বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছেন। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল কৌশলে নিম্ন জাতের রাজনৈতিক ভিত্তি বা চেতনাকে পরাজিত করা। এই পরাজায়ের প্রভাব কোন ভাবেই শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। বাংলায় ১৯৩৫-৩৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় নিম্ন জাতের বা তফসিলি জাতের রাজনীতির যে সাফল্য আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সেই বাংলা প্রদেশেই ১৯৪৬ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে, যে ভাবে নিম্ন জাতের বা তফসিলি জাতের রাজনীতির পরাজয় হয়েছিল সেটি ছিল অকল্পনীয়। তার প্রভাবে অন্য প্রদেশের তুলানায় আজও স্বাধীন বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গে) নিম্ন জাতের বা তফসিলি জাতের রাজনৈতিক ভিত্তি দুর্বল। দেশভাগের প্রাক্কালে তফসিলি জাতের রাজনীতির সাথে যুক্ত নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শক্তিশালী অবস্থানের কাছে জাতের রাজনীতির পরাজয়, এবং তফসিলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঠিক কৌশলের অভাবে দেশভাগের সিদ্ধান্তে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর কোন মতামত গ্রহন করা হয়নি, যার ফল স্বরূপ পূর্ব বাংলা থেকে আগত সমগ্র উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে তফসিলি জাতের উদ্বাস্তু ব্যক্তির সংখ্যা সবথেকে বেশি। অর্থাৎ তফসিলি ব্যক্তিদের উপর দেশভাগের প্রভাব যেমন ছিল অর্থনৈতিক (স্থায়ী জীবিকা চলে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক উপার্জন অনিশ্চয়তা পূর্ণ হয়ে ওঠা) ও সাংস্কৃতিক (নতুন রাষ্ট্রে, পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন সমাজ জীবনকে আত্তীকরণ করার চেষ্টা), তেমনি ছিল রাজনৈতিক (বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের রাষ্ট্র দ্বারা নতুন 'উদ্বাস্তু' পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া)। এই রাজনৈতিক প্রভাবের মূল কারণ ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে তফসিলি জাতের রাজনীতির, বস্তুত পক্ষে তফসিলিদের, পরাজয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে ১৯৩৬ - ১৯৪৬ এই বছর গুলি ছিল তফশিলি রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য সময়। সেটি ছিল এমন একটি সময় যেখানে তারা ভদ্রলোক রাজনৈতিক অক্ষকে গভীর প্রতিকুলতার সামনে ফেলেছিল এবং বাংলায় ভদ্রলোক রাজনৈতিক অক্ষের বিপরীতে একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে আসার চেষ্টা করেছিল, এবং তারা একটি 'চাপ তৈরিকারী গোষ্ঠী' (Pressure Group) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার প্রমান স্বরূপ বাংলার তফসিলি নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বাংলার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন। ছোটলোক রাজনীতির শক্তি ও গুরুত্ব না থাকলে এই পদ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পেতেন না। প্রসঙ্গগত ভাবে উল্লেখযোগ্য যে আম্বেদকর যখন বম্বে প্রভিন্স থেকে কোনভাবেই সংবিধান সভায় যোগদান করার সুযোগ পাচ্ছিলেন না তখন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল বাংলার তফসিলি জাতের রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে বাংলা থেকে আম্বেদকরকে জিতিয়ে সংবিধান সভায় পাঠিয়েছিলেন। ফলে এটি খুব আশ্চর্যের এবং বিশ্লেষণের বিষয় যে কোন পরিস্থিতি ও কোন প্রেক্ষাপটে বাংলায় তফসিলি রাজনীতি, যেটিকে নিম্ন জাতের রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়, তা কীভাবে পরাজিত হল? এই প্রবন্ধে আমি দেখতে চেয়েছি যে, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নেতৃত্ব সত্তেও কোন পরিস্থিতিতে বাংলায় তফসিলি জাতের রাজনীতি উপযুক্ত পরিসর পেয়েও সেটি কাজে লাগাতে পারেনি, এবং তার ফলাফল কী হয়েছে?

বাংলার রাজনীতিতে মফঃস্বলের আগমন : স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিসরে ভদ্রলোক শ্রেণীর আধিপত্য বিরাজমান ছিল, তার একটি প্রধান কারণ হল ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান, তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা, এবং তাদের উচ্চ জাতিগত পরিচয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিসরটি ছিল ইংরেজি ভাষা জানা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রথমে যেটি আলোচনা করতে হবে সেটি হল যে ভদ্রলোক শ্রেণী কে বা কারা? অধ্যাপক শর্বাণী বন্দোপাধ্যায় (2016) তার Another History - প্রবন্ধে ভদ্রলোক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রেণীকে একটি মর্যাদা গোষ্ঠী হিসাবে দেখেছেন যারা হল মূলত 'সমাজের উচু জাতের লোক, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, একটি সেকুলার পেশার সাথে যুক্ত এবং জমিদারের সাথে তাদের নিবিড় যোগাযোগ থাকে'।[১] ফলে বলা যেতে পারে যে 'ভদ্রলোক শ্রেণী' পরিচিতি (identity) হল একটি সামাজিক মর্যাদা, যেটি মূলত উচু জাতের ব্যক্তিরা বংশ পরম্পরায় পেয়ে থাকে, সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় এই সামাজিক মর্যাদাকে আরোপিত মর্যাদা বলা হয়। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে এই আরোপিত মর্যাদা ধরে রাখার জন্য উচু জাতের ব্যক্তিরা নিচু জাতের ব্যক্তিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে বঞ্চিত করে রাখে। ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই ভদ্রলোক শ্রেণী বাংলার রাজনৈতিক পরিসরটিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করত। নিচু জাতের ব্যক্তিদের কোন ভাবেই রাজনৈতিক পরিসরে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে দিতে চাইত না, এবং কোন ভাবেই ভদ্রলোক শ্রেনিতে অন্তর্ভুক্তির অনুমতি ছিল না, ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী হওয়া তাদের পক্ষে ছিল বেশ কষ্ট সিদ্ধ বিষয়। ফলস্বরুপ আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভদ্রলোক শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত এবং পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিচু জাতের ব্যক্তিরা সেটিকে সমর্থন করেননি, উপরন্তু সেটিকে শুধুমাত্র ভদ্রলোক শ্রেণীর একটি কর্মসূচি হিসাবে দেখেছে।[২] এই ধরনের পরিস্থিতি নিচু জাতের ব্যক্তিদের রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে বাংলার রাজনীতিতে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হওয়া শুরু হল, এটিকে অধ্যাপক সব্যাসাচী ভট্টাচার্য 'Vernacularisation of Politics' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩] এই আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের ফলে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণী থেকে রাজনৈতিক নেতা উঠে আসা শুরু হল, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য থেকে রাজনীতি বেরিয়ে এলো এবং পরবর্তীতে পুনাচুক্তির মাধ্যমে সমাজের সবশ্রেণী তার রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিজস্ব গোষ্ঠী থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করল। এই সময় বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে নেতৃত্বের যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটিকে মফঃস্বলের আবির্ভাব বলা যায়। বাংলার প্রধান ও মূলধারার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের শুধুমাত্র শাখাই মফঃস্বলে গড়ে উঠছিল তাই নয়, জাতীয় স্তরের নেতৃত্বও উঠে আসছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তর থেকে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলার তফসিলি জাতির প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্ব উঠে এসেছিল এই মফঃস্বলের থেকেই, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের হাত ধরে। ফলে বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে কলকাতার আধিপত্য কিছুটা কমতে শুরু করল। অধ্যাপক জয়া চ্যাটার্জি তার গ্রন্থ Bengal Devided -এ Gallagher - এর কথা উল্লেখ করে বলছেন যে, কোলকাতা যেভাবে সারা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে, তার উদাহরণ সারা ভারতে কোথাও নেই, যদিও অধ্যাপক জয়া চ্যাটার্জি মনে করেন যে ১৯৩০ সালের সময় থকেই বাংলার রাজনীতিতে গ্রাম ও মফঃস্বলের উদ্ভব শুরু হয়ে গিয়েছিল যার ফলে রাজনীতির কোলকাতা কেন্দ্রিকতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল।[৪] অধ্যাপক জয়া চ্যাটার্জির মতে কলকাতার আধিপত্য কমার জন্য দুটি বিশেষ কারণ ছিল, একটি ছিল কৃষি সম্পর্কের অবনমন এবং অপরটি ছিল ১৯৩৫ সালের নির্বাচনী সংস্কার যার মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলের বহু ব্যক্তি ভোট দেওয়ার অধিকার পায়, ফলে বাংলার রাজনীতির ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হয়, গ্রামীণ অঞ্চলের জমিদার - কৃষক সম্পর্ক, জাত ব্যাবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজনীতির মূল প্রসঙ্গ হিসাবে উঠে আসে।[৫] এই সময় যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব উঠে আসে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতা ছিলেন ফজলুল হক, আক্রম খান, তামিযুদ্দিন খান ইত্যাদি এবং নিচু জাতের হিন্দুদের মধ্যে ছিল তফসিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯০৪ – ১৯৬৮) ছিলেন বরিশাল জেলার এমন একজন তফসিলি নেতা যিনি শুধু মফঃস্বল থেকে এসেছিলেন তা নয় একি সাথে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্র ঔপনিবেশিক বাংলায় তফসিলি জাতির একটি অংশকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা প্রদান করেছিলেন এবং মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্বও পেয়েছিলেন।

ফলে বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনীতিতে মফঃস্বলের আগমন যেমন সেই সময়ের রাজনৈতিক কাঠামো বদলেছে তেমনই সামাজিক - সাংস্কৃতিক (Socio - cultural) কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল। যেমন মফঃস্বলের আগমন ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলে দিয়েছিল তেমনি ভদ্রলোক শ্রেণী, যেটি ছিল একটি সামাজিক- সাংস্কৃতিক আধিপত্যকারী শ্রেণী তাদের সর্বগ্রাসী আধিপত্য চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। এই ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেখ্যাপট যার উপর দাড়িয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় নিচু জাতের লোকেরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভদ্রলোক রাজনৈতিক শক্তির বিপক্ষে একটি বিকল্প রাজনৈতিক অক্ষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যার নাম দেওয়া যায় তফসিলি জাতের রাজনীতি।

সামাজিক সচলতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : নিম্ন জাতের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অক্ষ অর্থাৎ তফসিলি জাতের রাজনৈতিক পরিসর তৈরিতে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক সচলতা মূলত একটি গোষ্ঠীকে সার্বিক ক্ষমতায়নের দিকে নিয়ে চলে। ঔপনিবেশিক বাংলায় নিম্ন জাতের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নমশূদ্র জাতি ১৮৭২ সালে জাত বঞ্চনার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদ গড়ে তোলে কিন্তু সেই প্রতিবাদ সফল হয়নি কারণ তাদের সামাজিক সচলতা ছিল না, অর্থনৈতিক ভাবে তারা উচু জাতের প্রতি নির্ভরশীল ছিল এবং রাজনৈতিক ভাবে তারা ছিল পরাধীন ও দুর্বল।[৬] নমশূদ্র জাতের এই সামজিক প্রতিবাদের পরাজয়, সামাজিক সচলতা অর্জন ও আর্থিক ভাবে শক্তিশালী হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি প্রমাণ করে। এই সময় নিম্ন জাতের গোষ্ঠীগুলি সামাজিক সচলতা অর্জনের প্রচেষ্টা শুরু করে। একদল তারা জাত প্রথাকে বাতিল করার পরিবর্তে, জাত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে উচু জাতের সামাজিক প্রথা অনুকরণের প্রচেষ্টা শুরু করে। সমাজতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারে এটিকে বলা হয় সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া, যেখানে তৎকালীন নমশূদ্র সম্প্রদায় সামাজিক ও সংস্কৃতিক দিক থেকে নিজেদের সচলতা শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার অনেক সুবিধা ও অসুবিধা ছিল, কিন্তু এই প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল।

বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় নিম্ন জাতের গোষ্ঠী সামাজিক সচলতার পথে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলেও রাজনৈতিক ভাবে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন। কংগ্রেস দ্বারা যে স্বদেশি আন্দোলন চলছিল সেখানে তারা যোগদান করেনি। এই পরিস্থিতি তাদের সামাজিক সচলতা অর্জনের পথে একটি বড় বাধা ছিল। পরবর্তী কালে পুনাচুক্তির সহযোগিতায় এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে নিম্ন জাত মূলধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত হল। ঔপনিবেশিক বাংলায় নমশূদ্র জাত একটি প্রভাবশালী জাত হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যে ধরনের সামাজিক সচলতার কথা বলেছিলেন সেখানে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার বিরোধীতা ছিল, মণ্ডল জাত ব্যবস্থা কে ক্ষমতায়নের একটি উপাদান হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি নিম্ন জাতের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিবর্তে তাদের শিক্ষা, প্রতিনিধিত্ব এবং সামাজিক স্বীকৃতির কথা বলেন। উচু জাতের সামাজিক নিয়ম নীতি ও প্রথা অনুকরণ না করে যদি নিম্ন জাতের গোষ্ঠীগুলি শিক্ষা, প্রতিনিধিত্ব এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের উপর বেশি জোড় দেয় তবে তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারবে। উক্ত বিষয়গুলি অর্জনের জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যে কৌশলের কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি হল -

শিক্ষা	অর্থনৈতিক সুরক্ষা	প্রতিনিধিত্ব
•নিম্ন জাতের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ানো। •বিদ্যালয়ের স্তর ও মানোন্নয়ন। •নিম্ন জাতের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ও একটি রেকারিং গ্রান্ট তৈরি করা।	•নিম্ন জাতের ব্যক্তিদের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকরি প্রদান। •জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান। •গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষদের ঋণের দুষ্ট চক্রের হাত থেকে রক্ষা করা।	•প্রাদেশিক সরকারে নিম্ন জাতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। •বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোতে একটি চাপ তৈরিকারী গোষ্ঠী হিসাবে উঠে আশা। •বিভিন্ন প্রশাসনিক বোর্ডে নিম্ন জাতের প্রতিনিধিত্বও রাখতে হবে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পুনা চুক্তির পর লক্ষ্য করা যায় যে, নিম্ন জাত রাজনীতির মূলধারায় যোগদান করে শিক্ষা, প্রতিনিধিত্ব এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের সার্বিক প্রচেষ্টা করে, তারা তফসিলি রাজনীতির অক্ষ তৈরি করে ভদ্রলোক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দেয়।

মণ্ডলের রাজনৈতিক কৌশল ও দেশভাগ : যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ছিলেন। পুনা চুক্তি তাকে একটি সংরক্ষিত সিট থেকে ১৯৩৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে লড়ার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই পথে না গিয়ে একটি সাধারণ সিট থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ও জয় লাভ করেন। এই ঘটনা সেই সময় ছিল অনন্য, এর পরবর্তী সময়ে যোগেন মণ্ডলের রাজনৈতিক কৌশলও ছিল অনন্য।

তিনি মূলত নিম্নজাতের স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন। এটি করতে গিয়ে তিনি যে কৌশল গুলি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি হল -

১. তফসিলি জাতি পরিচয়কে নিয়ে গর্ব করা, এই পরিচয় ব্যবহার করে সরকার প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের জাতির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করে জাতি পরিচয়কে আরো শক্তিশলী করা।

২. সারা ভারতে যে ধরনের জাত ভিত্তিক রাজনীতি ছিল সরাসরি সেই ধরণকে ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রয়োগ না করে তিনি আঞ্চলিক বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক অক্ষ তৈরির কথা বলেছিলেন যেটি ছিল জাতি ও নৃকুল গোষ্ঠীর জোট (Caste - Ethnic alliance), মূলত দলিত ও মুসলিমের জোট। এই জোট ছিল ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে একটি থ্রেট। এই জোট শুধু মাত্র প্রাদেশিক রাজনীতির সংখ্যার হিসাবকে মাথায় রেখে করা হয়েছিল তা নয়, বরং এই দুটি গোষ্ঠীর বঞ্চনার ইতিহাসকে কেন্দ্র করেও ভাবা হয়েছিল। মণ্ডলের মতে শেখ ও শূদ্রের একটাই শত্রু। এই শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে হলে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে তেমনি রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তৎকালীন ঔপনিবেশিক বাংলায় যে সামাজিক পরিস্থিতি ছিল সেখানে দলিত ও মুসলিমের জোট করার ভাবনা ও প্রচেষ্টা ছিল অনন্য, বৈপ্লবিক, কৌশলী এবং ঝুঁকিপূর্ণ। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই কৌশলগত ঝুকি (Strategic risk) গ্রহন করেছিলেন।

দেশভাগ ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের রাজনৈতিক কৌশলকে একটি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল, যেটি সার্বিকভাবে ঔপনিবেশিক বাংলায় তফসিলি জাতের রাজনৈতিক পরিসরকেও সাময়িক ভাবে দুর্বল ও দীর্ঘস্থায়ী সময়ে ভাঙ্গনের পথ দেখিয়েছিল। সেই সময় ভদ্রলোক শ্রেণী সার্বিকভাবে মন্ডল ও তার সহযোগী দ্বারা সৃষ্ট তফসিলি জাতের রাজনীতির পরিসরকে পরাজিত করার জন্য উদগ্রীব ছিল, কারণ মন্ডল পরাজিত না হলে ভদ্রলোক শ্রেণী তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। ফলে যখন ঔপনিবেশিক বাংলায় তফসিলি রাজনীতি একদম শিখরে ছিল তখন দেশভাগ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তফসিলি রাজনীতিকে দুর্বল করা শুরু হল। সমগ্র দেশে তথা বাংলায় ধর্মীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা শুরু হল, জাত পরিচয় হারিয়ে গেল[৭] এবং তফসিলি জাতির নেতৃত্ব নিজেরাও দেশভাগকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়ে গেল। বিরাটচন্দ্র মণ্ডল (Depressed Classes Association) ও পি. আর. ঠাকুর (The Depressed Classes League) দ্বারা প্রভাবিত তফসিলি গোষ্ঠী দেশভাগকে সমর্থন করলো। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল রাজনৈতিক ভাবে কোন পথ অবলম্বন করবেন সেই দিশা তিনি খুজে পাননি। ফলে তিনি তার পুরোনো জোট বন্ধু মুসলিম লীগের সথে জোটবদ্ধ হন, তার প্রতিদান হিসেবে তিনি ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের নমিনেশনে ভারতের আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন। ফলে এই সময় তার রাজনৈতিক কৌশল ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। মণ্ডল ও মুসলিম লীগের জোট মূলত এটি প্রমাণ করে যে তিনি দেশভাগকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি 'United Bengal' এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৮] যদিও ঐতিহাসিকরা প্রমাণিত করেছেন যে দেশভাগের সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ কোনভাবেই নিম্নজাতের রাজনৈতিক শক্তিকে আলোচনায় ডাকেনি, ফলে সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত জানানোর সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে রেখে দেশভাগের মত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যদিও এই দেশভাগের ফলে সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল এই নিম্ন জাতের ব্যক্তিবর্গ।[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিনতি : মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করে বাংলায় প্রায় ১১০টির বেশি সংরক্ষিত আসন পায়, যার জন্য তারা বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অন্য দিকে তফসিলিরা স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করে ২৩টি আসন পায়। এই সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পাওয়ার পিছনে মূল কারণ ছিল পুনা চুক্তির (Poona Pact) প্রয়োগ। শুধু আসন পাওয়াই নয়, তফসিলি জাতের নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক রাজনীতিতে একটি 'চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' হিসাবে নিজেদের তুলে ধরেছিল, যেটি মূলত ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল কারণ তার পরের বছর ১৯৪৬ সালে সারা ভারত তথা বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন হয়, সেখানে তফসিলি রাজনীতির শোচনীয় ফলাফল হয়, কংগ্রেস যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন Bengal Provincial Scheduled Caste Federation - এর তফসিলি প্রার্থীদের পরাজিত করে এবং নিজেদেরকে তফসিলিদের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলা প্রদেশ ভাগ হওয়ার সময় তফসিলি রাজনৈতিক শক্তিকে পরাজিত করার উদ্যোগ রাজনৈতিক ভাবে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে বিশেষত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতি প্রয়োগের সময় থেকেই বৃহত্তর হিন্দু পরিচিতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে ভারত সেবা আশ্রম গঠন এবং হিন্দু সমাজের সমস্ত স্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে বৃহত্তর হিন্দু পরিচিতি গঠনের কাজ বাস্তবায়ন করা শুরু হয়েছিল মূলত হিন্দু মিলনমেলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[১০] এই পদক্ষেপে মূলত হিন্দু ধর্মের মধ্যেকার বিভাজনকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন Bengal Provincial Scheduled Caste Federation এই বৃহত্তর হিন্দু পরিচিতি গঠনের বিরুদ্ধে ছিল।[১১] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যে রাজনৈতিক কৌশল মেনে চলতেন সেখানে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে জোটর ভাবনা ছিল, ফলে কোন ভাবেই সেই রাজনীতিতে বৃহত্তর হিন্দু পরিচিতি গঠনের স্থান ছিল না, এই কৌশল অবলম্বন করলে কোনভাবেই তফসিলি রাজনীতির স্বাধীন পরিসর তৈরি হতে পারবে না। ফলে মণ্ডল ও তার রাজনীতি একটি জটিল ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চলে আসে।

ভদ্রলক শ্রেণী দ্বারা ধর্মীয় রাজনৈতিক কৌশল ও কংগ্রেস দ্বারা প্রতিনিধিত্বের রাজনৈতিক কৌশলের সাথে মণ্ডলকে লড়াই করতে হয়েছিল। দেশভাগের সময় একদিকে যেমন জাত পরিচিতি গুরুত্ব হারিয়েছিল তেমন নিম্নজাতের সঠিক প্রতিনিধি কে সেটি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল কারণ ঠিক তার পূর্ববর্তী বছরে বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মণ্ডল ও তার Bengal Provincial Scheduled Caste Federation এর শোচনীয় ফলাফল হয়েছিল, মূলত Bengal Provincial Scheduled Caste Federation তফসিলিদের প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই প্রিতিনিধিত্বের রাজনীতিতে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তার স্বজাতির কাছেই পরাজিত হয়েছিলেন, তফসিলি রাজনীতি ঔপনিবেশিক বাংলায় তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, একটি অংশের নেতা ছিলেন পি. আর. ঠাকুর, অপর একটি অংশের নেতা ছিলেন বিরাট চন্দ্র মণ্ডল এবং একটি তৃতীয় অংশের নেতা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। দেশভাগকে কেন্দ্র করে এই বিভাজন অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। যার ফলে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল Bengal Provincial Scheduled Caste Federation গঠনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক বাংলায় যে তফসিলি জাতের রাজনীতির স্বাধীন পরিসর তৈরি করেছিলেন সেটি ১৯৪৬ পরবর্তী সময়ে তীব্র ভাবে পরাজিত হয়েছিল। দেশভাগের পর যেভাবে মণ্ডল পাকিস্তানে থেকে গেলেন এবং সেখানেও তার রাজনীতি পরাজিত হল সেটিও প্রমানিত করে যে মণ্ডলের রাজনৈতিক কৌশল মুলত সাম্প্রদায়িক ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে আমরা তফসিলিদের সংখ্যা বেশি দেখতে পাই, যার ফলে বলাযায় যে দেশভাগ শুধুমাত্র যে তফসিলি রাজনীতিকে পরাজিত করেছিল তা নয়, একই সাথে তফসিলি জাতির স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছিল, যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

এই ইতিহাস আমাদের যে চিন্তার জগতে পৌছে দেয় সেটি হল, ১৯৪৬ ও তার পরবর্তী সময়ে মণ্ডলের পরাজয় শুধুমাত্র সেই সময়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং বর্তমান সময়েও সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। মণ্ডল দ্বারা পরিচালিত তফসিলি রাজনীতির স্বাধীন পরিসরের পতনের ফলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নিম্ন জাতের ব্যক্তিদের উদ্বাস্তু হিসাবে স্বাধীন ভারতে চলে আসতে হয়েছে, তাদের সঠিক পুনর্বাসন হয়নি, আজও পশ্চিমবঙ্গে কোন নিম্ন জাত ভিত্তিক রাজনৈতিক অক্ষ তৈরি হয়নি, এবং স্বাধীনতার পূর্বে শক্তিশালী নিম্নজাতভিত্তিক রাজনৈতিক ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পরে নিম্ন জাত থেকে কোন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 79
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 707 - 713
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় হয়নি বরং আমরা নিম্ন জাতের রাজনৈতিক শক্তির সার্বিক রাজনীতিকরণ লক্ষ্য করছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের এটি মনে রাখতে হবে যে উত্তর প্রদেশে কিন্তু তফসিলি জাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, ফলে তফসিলি রাজনীতির ভরকেন্দ্র বর্তমানে বাংলা থেকে সরে গেছে। পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে যে বিষয়গুলি আমরা গত ৮০ বছর থেকে আলোচনা করছি সেগুলির বুৎপত্তি খুজে পাওয়া যাবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরাজয় ও তার সঙ্গে তফসিলি রাজনীতির স্বাধীন পরিসরের পরাজয়ের ইতিহাসে। মণ্ডল যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গুলি গ্রহন করেছিলেন এবং যে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহন করেছিলেন সেগুলি যদি সফল হত তাহলে বর্তমানে নাগরিকত্বের সমস্যা, উদবাস্তু সমস্যা, এবং নিম্ন জাতের প্রতিনিধিত্বের সমস্যা বাংলায় হয়তো দেখা দিত না, বাংলায় বহুজনবাদের একটি রাজনৈতিক পরিসর তৈরি হতে পারত।

Reference:

১. Bandyopadhyay, Sarbani. 2016. “Another history: Bhadralok responses to Dalit political assertion in colonial Bengal”, in Uday Chandra, et. all., The Politics of Caste in West Bengal. New York: Routledge. P. 36

২. Bandyopadhyay, Sarbani. 2016. P. 37

৩. Bhattacharya, Sabyasachi. 2014. The Defining Moments in Bengal 1920- 1947. New Delhi: Oxford University Press. P. 19-29

৪. Chatterjee, Joya. 1994. Bengal Divided Hindu Communalism and Partition, 1932- 1947. UK: Cambridge University Press. P. 55

৫. Chatterjee, Joya. 1994. P. 55- 88

৬. Bandyopadhyay, Sekhar. 2011. Caste, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal 1872- 1947. New Delhi: Oxford University Press. P. 34

৭. Chatterjee, Partha. 2016. “Partition and the Mysterious Disappearance of Caste in Bengal”, Uday Chandra, et. all., The Politics of Caste in West Bengal. New York: Routledge. P. 83

৮. Bandyopadhyay, Sekhar and Basu Ray Chaudhury. 2016. “Partition, Displacement, and the Decline of the Scheduled Caste Movement in West Bengal” in Uday Chandra, et. all., The Politics of Caste in West Bengal. New York: Routledge. P. 63

৯. Chatterjee, Joya. 2007. The Spoils of Partition Bengal and India, 1947- 1967. UK: Cambridge University Press.

১০. Bandyopadhyay, Sarbani. 2016. “Another history: Bhadralok responses to Dalit political assertion in colonial Bengal”, in Uday Chandra, et. all., The Politics of Caste in West Bengal. New York: Routledge. P. 39

১১. Bandyopadhyay, Sarbani. 2016. P. 45